এই বসন্তে পিকেল বল

- ইকবাল জুয়েল (মার্চ, ২০২২)

(লেখাটির উদ্দেশ্য – পিকেলবল খেলা শুরু করতে আমি সবচেয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছি তাদেরকে দেখে যারা অধিক-বয়স বা শারীরিক-অসুস্থতা সত্ত্বেও হার শিকার করেননি। আমি অবাক হয়ে দেখেছি আশি বছরের মহিলা-পুরুষ কিভাবে খেলার মাঠে যোদ্ধার মতো নেমেছে, প্রতিদিন নামছে। এমনি কিছু মানুষদের নিয়ে লিখা এসব গল্প। যদি একজন মানুষও জেন, ক্যাথি, কিংবা ডায়ান এর গল্প শুনে অনুপ্রাণিত হয়, স্বাস্থ্যোন্নতিতে যত্যবান হোন, তবে আমার গল্প লেখা সার্থক হবে।)

পর্ব ১ - ক্যাথি

হঠাৎ পশ্চাদদেশে ব্যাটের বাড়ি পড়তেই ঘুরে তাকালাম। সত্তর এর ওপর বয়স, মুখভর্তি হাসি নিয়ে, ক্যাথি।

- নাইস শট!

- মুখে বললেই তো হতো, আবার।...!? আমিও হেসেই বললাম।

- ঠাট্টা করলাম, নতুন বসন্তের ঠাট্টা!

বসন্ত শব্দের অজস্র ব্যবহার আছে, তাইনা? ঋতুরাজ-বসন্ত, যৌবন, সৌন্দর্য, রকমারি ফুলের বাহার, প্রেম, উৎসব - গানে কবিতায় গল্পে, সর্বত্র সুন্দরের বর্ণনায় বসন্ত শব্দের রয়েছে রকমারি বিন্যাস। তবে মিল্টন শহরে বসন্ত আসি আসি করছে। পাতায় পাতায় আলোর নাচন শুরু হয়নি এখনো, আরো কিছুদিন বাকি আছে।

এসেছিলাম মিল্টন শহরের একটি টেনিস পার্কে। এসে দেখি, বসেছে বসন্ত-মেলা। টেনিস নয়, চলছে "পিকেল-বল" এর মেলা। দুটো টেনিস কোর্টকে বদলে করা হয়েছে ৬টি পিকেল-বল কোর্ট আর তাতে খেলছে ২৪ জনা। বেঞ্চে বসে আছে আরো ১০ জনা। অথচ বাকি ৪টি টেনিস কোর্টে, সর্বসাকুল্যে ২ জন, একাকী!
আমিও এসেছিলাম টেনিস খেলতে কিন্তু পিকেল-বল-এর এই মেলা দেখে যেন হোঁচট খেলাম। এতো আনন্দ! এতো হৈচৈ! কি ব্যাপার!?
বেঞ্চে বসে এই আঁচার-বল খেলা দেখছি, পাশে এসে বসলো ক্যাথি। পরিচয় পর্ব শেষ হবার পরই আমার হাতে একটি পিকেল-বল-এর ব্যাট ধরিয়ে বললো,
- তোমার এই টেনিস-সেট ফেলে দাও। পিকেল-বল খেলো।
পর পর তিন গেম খেলে আমি হাঁপিয়ে গেলাম। কিন্তু সত্তর-উর্দ্ধ ক্যাথির কোনো বিরাম নেই। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, হাতে বিশাল arm-sleeve, দুই হাঁটুতে knee-brace, মাঝে মাঝেই যেন ব্যাথায় কষ্ট পাচ্ছে। অথচ, গালভরা হাসি নিয়ে,
- নাইস শট!
আমার মনে হলো বসন্ত এসে গেছে, পিকেল-বল-এর এই আনন্দ মেলায়।

এই বসন্তে পিকেল বল

ইকবাল জুয়েল (এপ্রিল, ২০২২)

———————–

পর্ব ২ - জেন

———————–

কয়েকবার নামধরে ডাকবার পরেও জেন'এর কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছেনা। সবেমাত্র অফিস থেকে বাড়ি ফিরেছে তার স্বামী জেসেন। কিছুটা আতঙ্কে, কিছুটা অনুশোচনায়, স্থানীয় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ফোন করলো। ১৫ মিনিটেই হাজির এম্বুলেন্স। অ্যাম্বুলেন্স এ থাকা সময়ই কিছুটা চিকিৎসা হয়েছে, তাই জরুরি বিভাগে নেবার কিছুক্ষণের মধ্যেই জেন'এর জ্ঞান ফিরে এসেছে। বালিশে পিঠ দিয়ে উঠে বসেছে।

কাল রাত থেকেই অভিযোগ করছিলো, বুকের ডান দিকে, নিচের থেকে একটা ব্যাথা খুব কষ্ট দিচ্ছিলো। হঠাৎ ছুরি বসিয়ে দেবার মতো।

- চলো হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে। জেসন বার বার অনুরোধ করার পরেও জেন রাজি হয়নি। ভাবছিলো রাতটা কোনোমতে পার করতে পারলে হলো। সকালে ডাক্তারকে ফোন করে একটা ব্যবস্থা করে নেয়া যাবে।

ব্যাথা সহ্য করার প্রচন্ড মানসিক শক্তি জেন-এর। স্বামীর সাথে গতরাতে ৮ টা পর্যন্ত Pickle Ball খেলেছে। টানা তিন ঘন্টা খেলার জন্য, শরীরটা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু শেষের দিকে একটি জোরালো শট মারতে গিয়ে কি যেন হয়ে গেলো। ডান বুকের নিচের দিক থেকে প্রচন্ড মোচড় দিয়ে উঠে আবার থেমে গেলেও, জেন বুঝেছিলো, অবস্থা সুবিধের নয়, অনেকদিন কষ্ট দেবে।

সত্তর এর কাছাকাছি বয়স। সদা হাস্যময়ী জেন-কে সবাই খুব পছন্দ করে। ছোটোখাটো হালকা পাতলা শরীর কিন্তু Pickle-Ball এর কোর্টে নামলে অন্যরকম একটি মানুষ। কিছুতেই হার মানতে রাজি নয়। ছ-ফুট দু' ইঞ্চি ব্রায়ান কে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। আমরা পাশের বেঞ্চে বসে ওর খেলা দেখি, আর শিশুর-আনন্দে উল্লসিত হয়ে পড়ি। হয়তো ভাবছেন বানিয়ে বলছি, হাহাহা। মোটেই না।

Pickle Ball খেলাটির সূচনা হয় ১৯৬৪ সালে। ওয়াশিংটন স্টেটের এক কংগ্রেসম্যান Joel Pritchard তার ব্যাবসায়ী বন্ধু Bill Bell কে সাথে নিয়ে ব্যাডমিন্টন কোর্টে এর সূচনা করে। যদিও প্রথম দিকে খেলাটি কিছু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো, অধুনা খেলাটি খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বিশেষ করে, মেট্রো-আটলান্টাতে খেলাটি নিয়ে তুমুল হৈচৈ শুরু হয়েছে। আটলান্টায় লন-টেনিস আর গল্ফ অনেক দিন ধরে অত্তান্ত জনপ্রিয়। প্রায় প্রতিটি পার্কেই একটি টেনিস পার্ক রয়েছে, যেখানে দুই থেকে আটটি টেনিস কোর্ট রয়েছে। টেনিস এখানকার একটি social-sport। নিছক আড্ডা দিতেই যেন অনেকে টেনিস ক্লাব গুলোতে যোগ দেয়। মেট্রো-আটলান্টাতে রয়েছে তিনটি অত্তান্ত জনপ্রিয় লীগ। অথচ অনেক দিনের এই জনপ্রিয় খেলাটিকে পিছে ফেলে যে খেলাটি এগিয়ে চলেছে, সেটি হলো এই Pickle Ball।

Pickle Ball-এর নিয়ম কানুন টেবিল-টেনিস আর লন-টেনিস এর একটি মিশ্র খেলা। তবে ব্যাতিক্রম হলো, নেটের দুই পাশে আছে কিচেন, সেখানে পা দেয়া যাবেনা যদি বল সেখানে পড়ে। অর্থাৎ বল যদি কোর্টের মাঝখানে পরে আর আপনি কিচেনে পা দিন, তাহলে আপনি পয়েন্ট হারাবেন। টেবিল-টেনিসের মতো কোনাকুনি সার্ভিস করতে হবে, তবে লন-টেনিসের মতো যে কেউ শট নিতে পারবে, অর্থাৎ, অল্টারনেট

করতে হবেনা। সার্ভার পয়েন্ট পেলে জায়গা বদল করে নেবে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো, এই খেলাটি যুবক, বৃদ্ধ, নারী পুরুষ সমানে খেলতে পারে। Pickle ball এমন একটি খেলা যেখানে শারীরিক শক্তির চেয়ে Game-Control অনেক বেশি প্রয়োজন। শট সিলেকশন, প্যাডেল পজিশন, ফুট ওয়ার্ক, গেম-স্ট্রাটেজি, ইত্যাদি আরো মূল্যবান। তবে মজার ব্যাপার হলো, এই খেলাটি শেখা খুব সহজ, তার জন্য বেশী প্রশিক্ষণের দরকার নেই, যেটা টেনিসে সচরাচর দেখা যায়না।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আর পুরোপুরি সুস্থ হতে তিন সপ্তাহ পার হয়ে গেলো। এই তিন সপ্তা জেসন একা একা পার্কে এসেছে। খেলার বদলে সে বেচারাকে বন্ধুদের হাজারো প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে। তিন সপ্তাহ পরে জেন কে দেখে আমরা সবাই খুব আনন্দিত। জেন এসেছে! সবাই এগিয়ে এসে ওকে অভিনন্দন জানায়। মিষ্টি একটি হাসি দিয়ে বললো
- হাসপাতালে বসে তোমাদের কথা খুব মনে হচ্ছিলো। ব্রায়ান কোথায়? দেখছি না যে?

- ব্রায়ান গিয়েছে হাসপাতালে, হয়তো তোমাকে সঙ্গে দিতে।

সবাই হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়লো।

জেন কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মতো তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।
- কেন কি হয়েছে ওর?!

———————-

পর্ব ৩ - ডায়ান রিচার্ডসন

———————-

এই বসন্তে পিকলে বল

ইকবাল জুয়েল (মে , ২০২২)

(লেখাটির উদ্দেশ্য - পিকেলবল খেলা শুরু করতে আমি সবচেয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছি তাদেরকে দেখে যারা অধিক-বয়স বা শারীরিক-অসুস্থতা সত্ত্বেও হার শিকার করেননি। আমি অবাক হয়ে দেখেছি আশি বছরের মহিলা-পুরুষ কিভাবে খেলার মাঠে যোদ্ধার মতো নেমেছে, প্রতিদিন নামছে। এমনি একজন মহিলা, ৭৮ বছর বয়সী ডায়ান রিচার্ডসন। যদি একজন মানুষ-ও ডায়ান এর গল্প শুনে অনুপ্রাণিত হয়, তবে আমার গল্প লেখা সার্থক হবে।)

ডায়ান-এর ঝকঝকে সাজগোজ আর রুচিশীল পোশাক দেখলে প্রথমে মনে হবে বুঝি কোনো সান্ধ্য-ভোজে এসেছে। কিন্তু হাতের পিকেল-বল- Paddle

ঘোরাতে ঘোরাতে যখন কোর্টে তার আগমন ঘটে তখন মনে হবে অপর পক্ষকে ধরাশায়ী করতে তার এই সাজগোজ।

Roswell (রজওয়েল) শহরের পুরানো অধিবাসী ডায়ান রিচার্ডসন। মেট্রো-আটলান্টার ২২ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি সম্মৃদ্ধ শহর রজওয়েল, অধিবাসীদের পারিবারিক বাৎসরিক গড় আয় ৯৬ হাজার ডলার। ২০১৯ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী লোকসংখ্যা ৯৫ হাজার। এখানে রয়েছে একটি Suburban শহরের সকল সুবিধা - উচ্চ স্থানীয় স্কুল সিস্টেম, সামাজিক নিরাপত্তা, সবুজ বনানী ঘেরা মুগ্ধকর ফুলের বাগান আর পার্ক। রয়েছে প্রচুর রেস্তোরাঁ আর কফি-শপ। সামাজিক খেলাধুলার মধ্যে গল্ফ ও টেনিস অত্তান্ত জনপ্রিয়। এখানে সন্ধ্যা নামে ফ্লাড লাইটের আলোকিত টেনিস পার্কে। কিন্তু টেনিসকে পিছে ফেলে যে খেলাটি সবাইকে মোহিত করেছে, সেটা হলো Pickleball (পিকেল-বল)।

আটলান্টা, তথা জর্জিয়ার আবহাওয়া পিকেল বল খেলার জন্য অত্তান্ত উপযোগী। বছরের যেকোনো সময় এখানে এটা খেলা সম্ভব। যদিও Indoor স্পোর্টস হিসেবে উত্তরের শীত-প্রধান অঙ্গরাজ্যগুলোতে এই খেলাটি শীতকালে জনপ্রিয়, দক্ষিণের অঙ্গরাজ্যগুলোতে সারাটা বছর Outdoor-এ পিকেলবল খেলা চলে। জনপ্রিয়তা বাড়ার কারণে বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলো এখন পিকেলবল স্পনসর করছে।

ডায়ান এর সাথে আমার প্রথম দেখা পিকেল-বল কোর্টে। হাঁটুতে লম্বা ব্রেস। স্বচ্ছন্দ গতিতে যাতে কোর্টের একপাশ থেকে আরেক পাশে চলে যেতে কোনো অসুবিধা না হয়, সে জন্যে শক্ত করে এই ব্রেস হাঁটুর বন্ধনীগুলো বেঁধে রাখে। পাশে বসতেই, মিষ্টি হেসে আমাকে তার ডাবলস-এর সঙ্গী হতে বললো। আমি নতুন শুরু করেছি জেনে আমাকে কোচিং দিতে শুরু করলো। খেলা শেষে একই বেঞ্চে বসেছি, বললাম 'তোমার খেলার ধরণটা আমার খুব ভালো লেগেছে, তোমার ওপর গল্প লিখতে চাই।'

- কি রকম?
-এই ধরো, তুমি কবে থেকে এই পিকেল-বল খেলছো, কেমন লাগে খেলতে, ইত্যাদি।

সদা-হাস্য ডায়ান! পাঁচ বছর হলো খেলা শুরু করেছে। সর্বোচ্চ ৫.৫ লেভেলের মানদন্ডে ডায়ান-এর লেভেল ৩.০। চল্লিশ টি ছিদ্র সমেত প্লাস্টিকের তৈরী পিকেলবল যখন ঘন্টায় ৫৫ মাইল বেগে ছুটে আসে, ডায়ান তখন প্যাডেল ঘুরিয়ে তা একই বেগে অপরপক্ষের কোর্টে ফেরত পাঠায়।

- 'পিকেল-বল খেলতে এসে সুন্দর সাজ পোশাক অত্তান্ত জরুরি। এটা একটি সামাজিক খেলা, আমি এখানে খেলতে আসি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য, আসি বন্ধুদের সাথে একটি সুন্দর সময় কাটাতে, নতুন বন্ধু বানাতে।'

ডায়ান-কে পাওয়া অত্তান্ত দুরূহ একটি ব্যাপার। বয়স ৭৮, চাকুরী থেকে অবসর নিয়েছে বেশ কিছুদিন হলো, কিন্তু ব্যাস্ততা বেড়েছে দ্বিগুন। বিভিন্ন রকম সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ডায়ান। Horse-trainer হিসেবে সুখ্যাতির জন্য অনেক দূর থেকে তার ডাক পড়ে। সেটা বসন্ত আর গ্রীষ্মে। কিন্তু শীতের মাসগুলো ডায়ান কাটায় ফ্লোরিডার সারাসোটায়, আটলান্টিকের উষ্ণ আবহাওয়ায় পিকেল-বল খেলে আর ফ্লোরিডার Pan-Handle-এর sea-food রেস্টুরেন্টে।

- পিকেলবল থেকে শিখেছি কিভাবে খেলায় ব্যালান্স আনতে হয়, চোখ ও হাতের সমন্বয় ঘটিয়ে বল-কে ওপরপক্ষের দিকে পাঠিয়ে দিতে হয়।

ডায়ান সপ্তাহে ২-৩ দিন পিকেল বল খেলে, দিনে ৩ ঘন্টা করে।
- কোনো কোনো দিন ভালো খেলি, আবার কোনো দিন খারাপ। কিন্তু তাতে কি এসে যায়, বন্ধুরা সবসময় এখানে হাজির। আর খেলার মধ্যে বিরতির

সময় চলে গল্প, হৈ-চৈ। তারপর সবাই মিলে লাঞ্চ করতে চলে যাই। এ বয়সে এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে, বলো?